তারিখ 09 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সংবাদ

পরীক্ষার্থীদের দাবিতে কেন্দ্র নির্ধারিত হতে পারে না

এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র বদলের দাবিতে ঢাকা সিটি কলেজের পরীক্ষার্থীরা গত রোববার মিরপুর রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। সঙ্গত কারণেই এতে কলেজের সামনের এবং আশপাশের সড়কে যানবহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় তীব্র যানজটের।

গত সোমবারের সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, প্রায় সাড়ে ৭ ঘণ্টা অবরোধের পর পুলিশ ছাত্রদের সরিয়ে দেয়। পুলিশের মন্তব্য হলো, কম বয়সের ছেলেমেয়েরা রাস্তায় থাকার কারণে তারা বলপ্রয়োগ করেনি। পরীক্ষার্থীদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে তুলে দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ছাত্ররা কোন কথা শুনছিল না। এভাবে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত তারা রাস্তায় বসে থাকে। এখানে পুলিশ ধৈর্য ও দায়িত্ব বোধের পরিচয় দেয়ার কারণেই কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারেনি। এজন্যে আমরা পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই।

তবে বিষয়টি দুঃখজনক। পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র পরীক্ষার্থীদের পছন্দ বা আবদারে নির্ধারিত হয় না। প্রতি বছর একই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হবে তারও কোন নিয়ম নেই। তবে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ করার সময় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধাটি অবশ্যই প্রাধান্য পায়। এখানে অবশ্য আনুষঙ্গিক আরও অনেক বিষয় রয়েছে, সেসব বিবেচনাতেও কেন্দ্র নির্ধারণ ও পরিবর্তন হতে পারে এবং হয়ে থাকে। যা শিক্ষার্থীদের একক বিবেচনার বিষয় নয়।

মোটকথা যেখানেই কেন্দ্র নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের সেখানেই পরীক্ষা দিতে হবে। এটাই পরীক্ষার শৃঙ্খলা।

সুতরাং ঢাকা সিটি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা গত রোববার যা ঘটিয়েছে তা দুঃখজনক। এটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।

ঢাকা সিটি কলেজ রাজধানীর অন্যতম একটি বৃহত্তম খ্যাতিমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। মিরপুর সড়কের মতো একটি অতি ব্যস্ত সড়ক সাড়ে ৭ ঘণ্টা আটকে রেখে তীব্র যানজট সৃষ্টি করে মানুষের অবর্ণনীয় ভোগান্তি বাড়ানো এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রাজধানীবাসী প্রত্যাশা করে না। এতে যে কত মানুষের কত দুর্ভোগ হয়েছে, কত রোগীর জীবন যে আরও বিপন্ন হয়ে পড়েছে তার হিসাব কি এই পরীক্ষার্থীরা রেখেছে? ঢাকা সিটি কলেজের শিক্ষার্থীদের এহেন দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ডের আমরা প্রতিবাদ করছি।

তবে কলেজ কর্তৃপক্ষেরও এখানে দায়িত্ব ছিল পরীক্ষার্থীদের বিষয়টি বোঝানো। পরীক্ষার্থীদের মানুষের ভোগান্তি বোঝাতে পুলিশ লাগবে কেন। এখানে তো কলেজ অধ্যক্ষ এবং শিক্ষকরাই যথেষ্ট। সুতরাং কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এর পুনরাবৃত্তি প্রত্যাশা করি না।